আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল, তার মনে হয় সে সালাতে কিছু একটা অনুভব করে। তিনি বললেন, সে (সালাত) ছেড়ে যাবে না, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়।

আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আছেম আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা
হল, তার মনে হয় সে সালাতে কিছু একটা অনুভব করে। তিনি বললেন, সে (সালাত) ছেড়ে যাবে না, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়”। [সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

এ হাদীসটি —যেমনটি ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেছেন— ইসলামের সর্বজনীন নিয়ম ও মূলনীতিসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও মূলনীতি যার ওপর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান নির্ভর করে থাকে। আর তা হলো “সমস্ত নিশ্চিত বস্তুর মধ্যে আসল হলো তার নিজস্ব বিধানের ওপর বাকী থাকা।” সন্দেহ শক্তিশালী হোক বা দূর্বল হোক, শুধু সন্দেহ বা ধারণার কারণে কোন বস্তুকে তার আসল বিধান থেকে ফেরানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিশ্বাসের স্তরে বা প্রবল ধারণায় না পৌঁছবে। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়। যেমন, এ হাদীস। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ তার পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে তারপর যদি অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে তার সন্দেহ হয়, তখন আসল হলো সে তার পবিত্রতার ওপর বাকী থাকবে। আর এর বিপরীতে যে ব্যক্তি তার অপবিত্রতা বিষয়ে নিশ্চিত কিন্তু পবিত্রতা বিষয়ে সন্দিহান তখন আসল হলো সে অপবিত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। একই নিয়ম কাপড় বা স্থানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ সবের মধ্যে আসল হলো পবিত্রতা তবে যদি তার অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত হওয়া যায়। অনুরূপভাবে সালাতে রাাকা‘আতের সংখ্যা। যেমন কোন ব্যক্তি নিশ্চিত যে, সে তিন রাকা‘আত সালাত আদায় করেছে এবং চতুর্থ রাকা‘আত সম্পর্কে তার সন্দেহ। তখন আসল হলো সন্দেহ না ধরা। তার ওপর জরুরি হলো চতুর্থ রাকা‘আত পড়ে নেওয়া। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাক বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তখন আসল হলো বিবাহ বাকী থাকা তালাক না হওয়া। এ ধরনের অসংখ্য মাসআলা রয়েছে যা কারো নিকটই গোপন নয়।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/3064